নর্মদা পিকচার্সের প্রথম নিবেদন

সংসার

পরিচালনা • সলিল সেন সুর • হেমন্ত মুখার্জী নর্মদা চিত্র রিলিজ

নর্মদা পিকচার্সের নিবেদন

সংসার

প্রযোজনা—হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও নলিন বন্দ্যোপাধ্যায়

কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা—সলিল সেন ॥ সঙ্গীত পরিচালনা—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ॥ গীত রচনা—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ॥
নৃত্য পরিকল্পনা—বব দাস ॥ কণ্ঠ সঙ্গীত—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও আরতি মুখোপাধ্যায় ॥

চলচ্চিত্রায়ণ—কৃষ্ণ চক্রবর্তী। সম্পাদক—বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। শব্দানুলেখন—অনিল দাশগুপ্ত ও সোমেন চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত ও শব্দপুনর্লেখন—সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। শিল্প নির্দেশক—সুনীল সরকার। প্রধান কর্মসচিব—সুখেন চক্রবর্তী। রূপসজ্জা—নিতাই সরকার ও অনাথ মুখোপাধ্যায়। সাজ সজ্জা—আর্ট ড্রেসার্স। কেশবিন্যাস—চণ্ডীপ্রসাদ সাহা ও দি মেকাপ। দৃশ্যপট—কবি দাসগুপ্ত। পরিচয় লিখন—দিগেন ষ্টুডিও। স্থির চিত্র—ক্যাপস্ ফটোগ্রাফী। প্রচার পরিকল্পনা—ধীরেন মল্লিক।

সহকারীগণ : পরিচালনা—সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল চক্রবর্তী ও প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত—সমরেশ রায় ও অমল মুখোপাধ্যায়। চলচ্চিত্রায়ণ—অনিল ঘোষ। সম্পাদক—রবীন সেন। শব্দানুলেখন—বাবাজী শামল। সঙ্গীত ও শব্দপুনর্লেখন—বলরাম বারুই। শিল্প নির্দেশক—গোপী সেন। ব্যবস্থাপনা—পাঁচুগোপাল দাস, বিজয় দাস। রূপসজ্জা—নৃপেন চট্টোপাধ্যায়। সাজ সজ্জা—বিষ্ণুপদ দাস। আলোক সম্পাত—প্রভাস ভট্টাচার্য, ভবরঞ্জন দাস, সুভাষ ঘোষ, তারাপদ মান্না, সুনীল শর্মা, হংসরাজ, কাশী কাঁহার ও রাম দাস। দৃশ্য সজ্জা—ছেদীলাল শর্মা, বর্জু মহান্তি, দ্বিজ, চিরঞ্জীব শর্মা, রাজারাম, সম্পৎ, বেণু, হরিপদ, চেমা ও দিবাকর। ষ্টুডিও তত্ত্বাবধানে—আনন্দ চক্রবর্তী। ক্যামেরা তত্ত্বাবধানে—বাউরী বন্ধু। পরিস্ফুটনে—জ্ঞান বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল দাস, বাদল দাস, কালী বসু, শম্ভু দাস ও সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

রূপায়ণে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, নির্মল কুমার, শেখর চট্টোপাধ্যায়, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান অরিন্দম, বব দাস, মিন্টু চক্রবর্তী, কার্ত্তিক সরকার, মনি চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি দত্ত, সত্য দে, সমরজিৎ গুহ, সুজিত দাস, সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়, ধীমান চক্রবর্তী, অজিত চট্টোপাধ্যায় (ছোট), স্বপন দাস, সুবোধ দাস, কালী সুর, বাবলু বসু, সুশান্ত দাস, কালী পাল, অজয় পাইন, মানু চক্রবর্তী, মাণিক বন্দোপাধ্যায়, ডাবু গঙ্গোপাধ্যায়।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, নন্দিনী মালিয়া, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস ও মঞ্জু চক্রবর্তী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, অনন্তপুর টেক্সটাইল লিঃ, সিদ্ধেশ্বরী কটন মিল (প্রাঃ) লিঃ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া টেক্সটাইল স্টোর্স, এ. টি. দাঁ এণ্ড কোং, নিরেকা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, বি. পি. জুয়েলার্স, এস. কে. মাইজি এণ্ড কোং, মনীন্দ্রনাথ সিংহ, যদুলাল গোস্বামী, সন্তোষ কুমার মাইজি, প্রভাত কুমার হাজরা, শ্যামল কান্তি মান্না, শ্যামল দাঁ, ইস্টার্ন রেলওয়ে, কলিকাতা পুলিশ ও ডি. এম. [চব্বিশ পরগণা।]

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে গৃহীত ও ধীরেন দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস-এ পরিস্ফুটিত ॥

পরিবেশনা—**নর্মদা চিত্র।**

কাহিনী

সুবোধ, সত্যেন ও সুভাষ তিন ভাই। সুবোধের স্ত্রী সতী, সত্যেনের স্ত্রী শান্তি। সুবোধের একমাত্র ছেলে বিনু তার মা-মণি শান্তির অনুগত বেশী। এই নিয়েই এদের সংসার।

সত্যেন কাপড়ের কলের একটা নতুন মেসিন করেছে। পাশের বাড়ীর অজিত, যে তার মামা সমরেন্দ্র বসুর কটন মিলের দেখা শোনা করে—সে লাখ টাকা রয়ালটির মিথ্যা আশা দিয়ে মেসিনটা নিয়ে গিয়ে কোন এক ফস্টার কোম্পানীর নামে মেসিনটা পেটেণ্ট করায়। সমরেন্দ্রবাবু বিলেতে আছে—দু দশ বছরের মধ্যে তাঁর দেশে ফেরার কথা নয়। হঠাৎ খবর আসে তিনি দেশে ফিরছেন।

অজিত ও তার অতি উগ্র-অধুনিকা স্ত্রী মলি পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ী ছেড়ে ভবানীপুরে মামার বাড়ীতে আসে আর তাদের সেক্রেটারী মিঃ নন্দীও।

সুভাষ এম-এ পাশ। চাকরী নেই। বন্ধু মলয়ের বোন মীরাকে পড়ায়।

একটি ইংরাজী পত্রিকা তাদের মেসিনের বিজ্ঞাপন দেখে সত্যেনও সুভাষ অজিতের কাছে—কারণ কি জানতে চায়। অজিত বলে কটন মিল তার মামার। তিনি সবেমাত্র এসেছেন—তিনিই জানেন সব কিছু। দেখিয়ে দেয় তাদের মেসিন রয়েছে। তারা দেখে ওটা তার কপি—আসল

নয়। রাগে ও দুঃখে সত্যেন ও সুভাষ সমরেন্দ্রবাবুকে জালিয়াৎ ও জোচ্চর বলে ফিরে আসে। সমরেন্দ্রবাবু অজিতের কাছে জানতে পারেন ওরা তাঁর বন্ধুর ছেলে। ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারেন না কিছুই।

অজিতের এজেন্ট মিঃ চুণ্ডা—মেসিনটা দিয়ে পাশের ঘরে বসে সব কিছু শোনে। একদিন মলয় মীরার সঙ্গে সুভাষের বিয়ের প্রস্তাব করে—কিন্তু বড়লোক বলে সুভাষ তা প্রত্যাখ্যান করে। মিঃ চুণ্ডা সুবোধদের জানায় অজিতের কথা। তিনি সত্যেনকে অনুরোধ করেন নতুন একটা কাটুনী মেসিন করে দেবার জন্য এবং তিনি তার পেটেন্ট রেজিষ্ট্রী করে দেবার প্রতিশ্রুতিও দেন। সত্যেন আবার নতুন উদ্যমে নতুন মেসিনের কাজে লেগে যায়। কিন্তু টাকা। স্ত্রী শান্তি বলে সে ভার তার।

মেসিনের জন্য শান্তি সুভাষকে দিয়ে সতীকে না জানিয়ে সতীর গহণা জুয়েলার্সের দোকানে বন্ধক দেয়।

সমরেন্দ্রর কাছে ধীরে ধীরে অজিতের চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকে। জানতে পারেন তার—শেয়ার স্ক্রীপ্ট চুরি করা হবে—তাকে বিষ খাইয়ে মারা হ'বে।

গহণা ফেরৎ আনতে হবে। সুভাষ টাকা না দিয়ে জুয়েলার্সের দোকান থেকে গহণা আনতে গিয়ে পুলিশে ধরা পড়ে।

সতী সব শুনলো। ভুল বুঝল শান্তিকে। সরিয়ে নিয়ে গেল তার কাছ থেকে বিনুকে।

এই সমস্ত ভুল বোঝা বুঝির পরিণতি কি? সামনের পর্দাই জবাব দেবে।

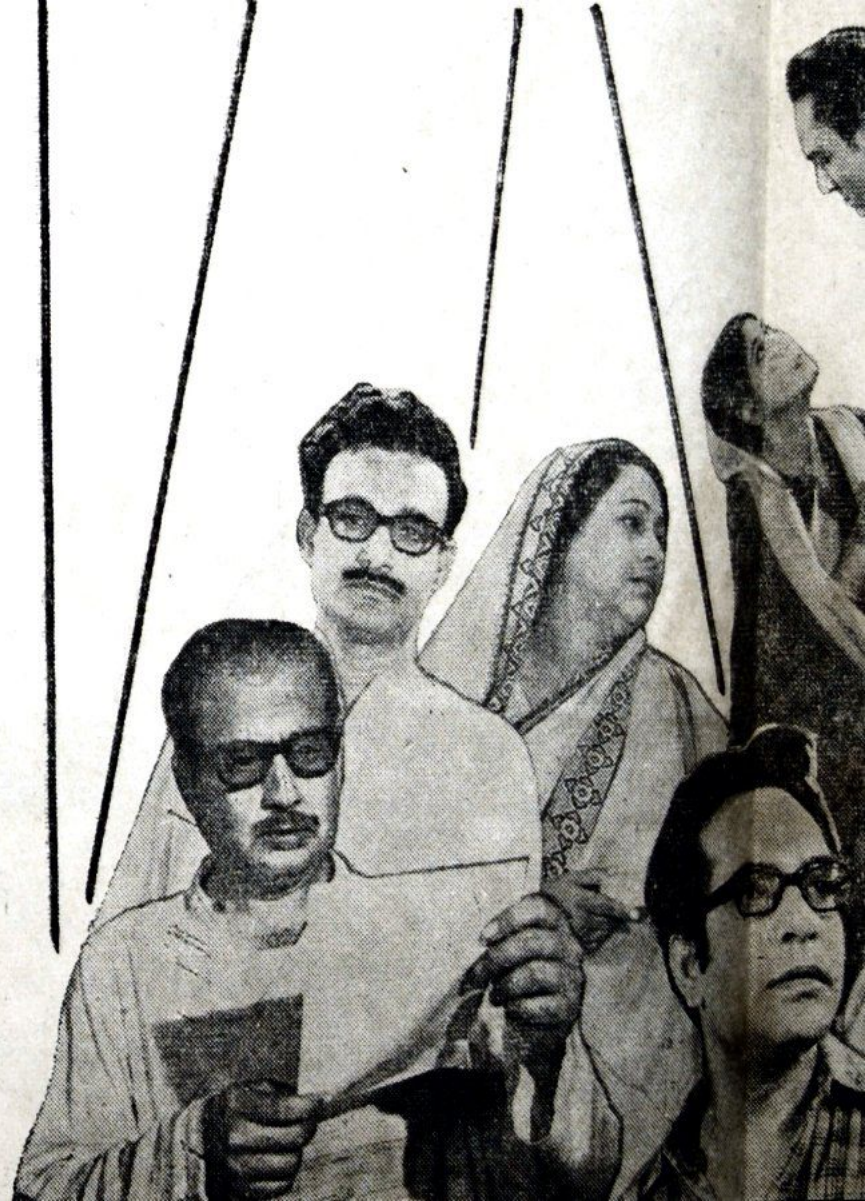

সংগীত

॥ এক ॥

রাতের স্বপনে কাল দেখেছি—যেন এ পৃথিবী ছাড়িয়ে
সে এক নতুন দেশে, বহু দূরে গেছি আমি হারিয়ে ॥
আমিও জানি ॥
সে দেশ তারার দেশ, সে দেশ ঘুমের দেশ,
রামধনু রং দিয়ে গড়া
সেথা জ্যোছনার চন্দন গায়ে মেখে—
মন অনেক খুশীতে যেন ভরা।
তারপরে—তারপরে যেন কি ?
সেথা বনে বনে ফুল ফোটে, সেই ফুলে ফুলে অলি জোটে,
আর মনের আকাশ ঘিরে
ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি—তারা ওঠে।
আমি যে দেখেছি সেই তারা
মোর প্রিয়ারই সে আঁখির তারায়,
যার পানে চেয়ে চেয়ে—জানিনা জানিনা—
এ মন কোথায় হারায়।
রাতের স্বপনে কাল দেখেছি ॥

॥ দুই ॥

হৃদয় কেন কাঁপে এতো—জানিনা জানিনা জানিনা,
সে আসবে সে আসবে, মোর দুয়ারে সে আসবে ॥
মন বলে আজ তারায় তারায়—দূরের আকাশ হাসবে ॥
বাতাস দিল যে দোল মন তাই উতরোল,
জানি ভ্রমর কেন যে গান গায়—আজ ফুলকে সে ভালবাসবে ॥
তারই প্রতীক্ষায়—
আমি গুনি শুধু দিনক্ষণ তবু ক্লান্তি মানেনা মন ;
দ্বারে শুধু ছুটে যাই—দেখি সে তো আসে নাই,
সে যদি না আসে হায়গো—আঁখি মোর জলে ভাসবে।
সেকি আসবে সেকি আসবে—মোর দুয়ারে কি আসবে ॥

॥ তিন ॥

হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ—দিন নেই রাত নেই
পৃথিবীটা ঘুরছে তো ঘুরছে ॥
রাত যায়, দিন আসে, সূর্য আবার হাসে,
বাঁধাধরা একই-সেই—পৃথিবীটা ঘুরছে তো ঘুরছেই ॥
আ-আ-আ-আ—রুক্ষ শীতের দিনে—
যে গাছের ডালগুলো মরে যায় ;
বসন্ত এলে তারা—ফুলে আর গুঞ্জনে ভরে যায়।
সবুজ প্রাণের সাড়া জাগবেই
তার ছেঁড়া একতারা-তারই তারে নতুন গানের সুর লাগবেই।
বিধাতার নিয়মেই—বাঁধাধরা একই সেই
পৃথিবীটা ঘুরছে তো ঘুরছেই ॥
আ-আহা-হা-আ-আ—আজকের এই পথ,
কাল যে নতুন বাঁকে ঘুরে যায়
নতুন আকাশ দেখে ডানা মেলে পাখীরা যে উড়ে যায়।
মেঘের আড়ালে তারা হাসবেই
হাল ভাঙ্গা খেয়া তরী কূলে যে আবার—
সময় হ'লেই ফিরে আসবেই।
চিরদিনই তবু এই—বাঁধাধরা নিয়মেই—
পৃথিবীটা ঘুরছে তো ঘুরছেই ॥

॥ চার ॥

যে প্রেম কণ্ঠে দেয় মালা—সেই শেষে দেয় জ্বালা,
সেকি জানতাম—সে কি জানতাম আগে ॥
সে ব্যথা ভুলিতে চেয়ে লাগে
বড় ব্যথা লাগে—সে কি জানতাম আগে ॥
তোমায় না দিলে মন ভাল হতো যেন—
অকারণ কেন ভোলালে আমায় তুমি,
কেন ভোলালে আমায় মিছে অনুরাগে—
সেকি জানতাম—সে কি জানতাম আগে ॥
ছিলাম দু'জনে কত সুখী আজ মনে হয়,
এই বিরহ ব্যথার চেয়ে যেন—সেই স্মৃতি আরো জ্বালাময়।
আজ কেউ দিলে মন, ভাল লাগে না যে—
বুকে বড় বাজে ; সেদিনের কত স্মৃতি—
সে-দিনের স্মৃতি শুধু জাগে—
সে কি জানতাম - সে কি জানতাম আগে ॥

গঠন পথে ঃ

নর্মদা পিকচার্সের দ্বিতীয় নিবেদন

?

পরিচালনা ঃ সলিল সেন

দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া—৩।১, মোহন বাগান লেন, কলিকাতা—৪